বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
৭ এপ্রিল ২০০৪

এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ”চাই সড়ক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা নয়”। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সড়ক নিরাপত্তা দৈবিক উপায়ে নিশ্চিত হয় না। সড়ক নিরাপত্তা অর্জন করতে এবং তা বজায় রাখতে সমাজের অনেক ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।

গত কয়েক দশকে কিছু কিছু দেশে সড়ক নিরাপত্তায় বিপুল উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর সারা বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এসব মৃত্যুও অধিকাংশই এককভাবে ঘটে, ফলে তা ব্যক্তিগত বিষাদময় ঘটনা হয়ে থাকে, প্রচার মাধ্যমে আসে না। এর প্রায় ৯০ ভাগই ঘটে উন্নয়নশীল দেশে, যার অধিকাংশই হয় পথচারী, সাইকেল, মোটরসাইকেল চালনাকারী এবং গণ পরিবহণের যাত্রীদের মধ্যে এ ধরণের দুর্ঘটনায় ২ থেকে ৫ কোটি লোক প্রতি বছর আহত হয়, যাদের অনেকে পঙ্গু হয়ে যায়।

মানব দুর্ভোগ ছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনার ফলে সমাজের অন্যান্য ক্ষতিও হয়। দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বয়স থাকে ১৫ থেকে ৪৪ বছর, যে বয়সে তারা পরিবার ও সম্প্রদায়ের জীবিকা উপার্জনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। পরিবারের প্রধান আয়কারীর মৃত্যু সে পরিবারের জন্য করুণ পরিণতি বয়ে আনে। এক হিসাবে দেখা যায় সড়ক দুর্ঘটনার ফলে রাষ্ট্রেও দুই শতাংশ জিএনপির সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়।

অথচ এ ধরণের প্রাণহানি প্রতিরোধ করা সম্ভব– বিপদজনক গাড়ি চালানো, যথা উর্ধ্ব গতিতে গাড়ি চালানো, মাদক সেবন করে গাড়ি চালানো প্রভৃতি নিয়সন্ত্রণের মাধ্যমে; হেলমেট ও সিট বেল্ট ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে; পথচারী ও সাইকেল চালনা কারী ব্যক্তিদের আরো দৃশ্যমান করার মাধ্যমে; সড়ক ও পরিবহনের নকশা উন্নয়নের মাধ্যমে, সড়ক নিরাপত্তা বিধিমালা উন্নয়নের মাধ্যমে; এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া সেবা উন্নয়নের মাধ্যমে। সড়ক নিরাপত্তার জন্য সফল প্রতিরোধের মূল কাজ হল সরকারি ও বেসরকারি সকল খাতের – স্বাস্থ্য, পরিবহন, শিক্ষা, অর্থব্যবস্থা, পুলিশ, আইনপ্রণেতা, গাড়ি প্রস্তুতকারক, সেবা প্রতিষ্ঠান এবং প্রচার মাধ্যম – সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার অঙ্গীকার করা।

সড়ক নিরাপত্তা জন স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন উভয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা প্রচারণার আরেকটি উপাদান হিসেবে , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপর একটি বিশ্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সমান্তরালভাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদেও প্রচারণা কাজ চলছে। এ প্রচারণার গতি বৃদ্ধি করতে বিশ্বব্যাপী শত শত দল ও সংস্থা সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরছে। তারা জোর দিয়ে বলছে , এসব দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব, এবং সকলকে আহবান জানাচ্ছে লক্ষ লক্ষ অর্থহীন মৃত্যু ও হতাহতের ঘটনা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে, আসুন আমরা সবাই এই মিশনে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করি।

* * *